জাঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জাঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের একস্‌রের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই ভাদ্র বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 22nd Aug. 1956 | ১৫শ সংখ্যা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৯৪ খাং ডিঃ মহেশপুর রাজ এষ্টেট দিং দেং গোপালচন্দ্র দাস দিং দাবি ১৬৭৸৬ থানা সুতী মৌজে খিদিরপুর ১৫-৭৫ শতকের কাত নিজাংশে ১৪৷৷০ আঃ ১৫৭৫৲ খং ৭২

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৩৪৮ খাং ডিঃ বরদাশঙ্কর ঠাকুর দেং লোহারাম মাল দিং দাবি ৫৬৷৵৩ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে চাঁদপুর ১-৫১ শতকের কাত ৭৲১৫ আঃ ১০০৲ খং ৩

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৬ খাং ডিঃ যাদবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং দেং গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাবি ৫০।৩ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে উত্তর কালিকাপুর ২-৮৬ শতকের কাত ১৩৷৷০ আঃ ২৫০৲ খং ৭৭

৬ মনি ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দেং দুলু কুনাই দাবি ৪৯৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে খৈরাটী ৩৮ শতকের কাত ১৲ আঃ ২৫৲ খং ১৭০, ১৬৮

১৬ মনি ডিঃ কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ দেং শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী দাবি ৭৯৷৷/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে চণ্ডীগ্রাম রঘুনাথপুর ১০৭ শতকের কাত ৩।১১ আঃ ১০০৲ খং ৫৩৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

গুণী সম্বর্দ্ধনা

গত বৎসর হইতে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গুণী সম্বর্দ্ধনা আরম্ভ করিয়াছেন। এ বৎসর জেলা কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষও এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া জেলায় গুণী ব্যক্তি বাছাই করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। গুণীর গুণের আদর করা সৎকর্ম্ম ছাড়া অপকর্ম্ম বলা যায় না। প্রদেশে, জেলায়, নগরে, গ্রামে এমন কি প্রত্যেক বাড়ীতে গুণীর আদর করিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খ শতৈরপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা গণৈরপি॥

প্রত্যেক পিতা মাতাই বলিবেন—

গুণবান্ একমাত্র পুত্র যদি পাই,
শত শত মূর্খ পুত্র কভু নাহি চাই।
এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে—
অগণিত তারাগণ কি করিতে পারে?

গুণবান্ পুত্রের উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া পণ্ডিতেরা আরও বলিয়াছেন—

গুণিগণ-গণনারম্ভে
ন পততি খটিনী সুসম্ভ্রমাৎ যস্য
তেনাম্বা যদি সুতিনী
বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি।

মর্ম্মার্থ—

গুণী ব্যক্তিগণের গণনা করিতে গিয়া যাহার নামে খড়ি না পড়ে, তাহার দ্বারা মাতা যদি পুত্রবতী হয়, তবে বন্ধ্যা আর কাহাকে বলে। অর্থাৎ গুণহীন পুত্রের মাতার বন্ধ্যাত্ব কখনও ঘুচিবার নয়।

তবে নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত গুণী ব্যক্তিকে নির্ব্বাকরার শক্তি গুণিগণের সম্বর্দ্ধনাকারীর থাকা উচিত। সে বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলিতে ভুলেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন—

গুণী গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নির্গুণো
বলী বলং বেত্তি, ন বেত্তি দুর্ব্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং, ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ॥

গুণী ব্যক্তিই গুণীর গুণ জানিতে সক্ষম, গুণহীন তাহা কিরূপে জানিবে? কোকিল গুণী, এইজন্য সে বসন্তের গুণ জানিতে পারে, নির্গুণ কাক তাহা জানে না। হস্তী বলবান্, এইজন্য সিংহের কত বল তাহা সে জানে। দুর্ব্বল মূষিক তাহা জানে না।

এই সমস্ত শ্লোক বর্ত্তমান কালে বড় একটা খাটে না, "বরমেকো গুণী-পুত্রো ন চ মূর্খ শতৈরপি" ভোটাধিক্যের জয়যুক্ত রাজ্যে একেবারে অচল। গুণী পুত্রেরও আজকাল এক ভোট, মূর্খ পুত্রেরও এক ভোট। গুণী পুত্র শত মূর্খ পুত্রের কাছে পরাজিত হইবে নিরানব্বই ভোটে। সুতরাং গুণী-নির্ব্বাচন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে আজকাল আগেকার মত চলবে না।

বিশেষ গুণী সম্বর্দ্ধনায় কয়েক বৎসর পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসাধিপতি যে রাজসূয় যজ্ঞের ব্যয় কোথা হইতে করিয়া থাকেন তাহা "বুধৈরপি ন বুধ্যতে।" প্রথম যে বৎসর পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীর জন্মদিনে নগদ টাকায় বা চেকে যে উপঢৌকন দিবার ব্যবস্থা করিয়া স্বহস্তে প্রদান করেন, তাহাতে বোঝা গেল মন্ত্রী মহাশয়ের যত বৎসর বয়স হইবে তত হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। যেই দাতা টাকার তোড়া সম্প্রদান করিলেন, অমনি গ্রহীতা তাহা গ্রহণ করিয়া কোনও বৎসর কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যয় করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে উহা দাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তারপর আর বয়সের সংখ্যানুযায়ী অর্থের সংখ্যা ঠিক থাকিল না। লক্ষ টাকা ভিন্ন উপঢৌকন দেওয়া হয় নাই। যেবার কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, গ্রহীতা প্রত্যর্পণ কালে সে বার কল্যাণী কংগ্রেসের ব্যয় জন্য দিবার কথা উল্লেখ করেন। একবার দাতা চল্লিশ হাজার টাকা গ্রহীতার নিজ হস্তে রাখার অনুরোধ করেন। আর জাতকের জীবনী পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয় জন্য খরচ করার কথা উল্লেখ করেন। সে বার সব টাকা বোধ হয় প্রত্যর্পিত হয় নাই। ওয়াকিবহাল জনগণ বলিতে পারেন এই এক গুণীজনের সম্বর্দ্ধনায় পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসাধিপ কত লক্ষ মুদ্রা কি ভাবে কাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই টাকা তিনি সংগ্রহ করিতে হকদার কি না, সংগৃহীত টাকার হিসাব কাহাকেও দিতে তিনি বাধ্য কি না, এই লক্ষ লক্ষ টাকা যাঁহাদের নিকট হইতে আদায় হইয়াছে, তাঁহারা ইহার জন্য কোন দুর্নীতির আশ্রয় লইবার প্রশ্রয় পাইয়াছেন কি না, ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা গণতান্ত্রিক সরকারের কর্ত্তব্য কি না তাহা সরকারী প্রেস-নোটে প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর সকল সন্দেহ দূর করা উচিত।

বৎসর বৎসর একজনের সম্বর্দ্ধনায় এত মুদ্রা ব্যয় না করিয়া এই টাকা অর্থহীন গুণিজনগণের মধ্যে এই গুণী সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে কিয়দংশ কিয়দংশ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলে সত্যিকার দুস্থ গুণী অনেকে উপকৃত হইতে পারিতেন।

সম্বর্দ্ধনার বিষক্রিয়া

গত বঙ্গ-বিহার মার্জ্জারে মত দিবার জন্য লিখিতভাবে নাম স্বাক্ষর করিয়া পূর্ব্বের প্রাপ্ত অনুগ্রহ বা সম্মানের বিনিময়ে বা ভবিষ্যতে সুবিধা প্রাপ্তির আশায় অনেক নাম-করা গুণীকে—

"মার্জ্জারস্য হি দোষেণ হত গৃধ্রো জরদ্গবঃ'

হইতে হইয়াছে।

আসন্ন বিরাট গুণী নির্ব্বাচন

অদূর ভবিষ্যতে সারা পশ্চিম বাঙলায় জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় গুণী বাছাই সংক্রামকভাবে দেখা দিবে। পশ্চিম বাঙলা কংগ্রেসাধিপ এই বাছাই এর ব্যবস্থা করিয়াছেন—পৃথক পৃথক জেলায় পৃথক পৃথক গুণগ্রাহী ব্যক্তিকে। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্ব্বাচন করিবার ভার পাইয়াছেন নদীয়ার স্বনামধন্য শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এল. সি. মহোদয়। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন—"কভি গাড়ীকা উপর নাও, কভি নাওকা উপর গাড়ী।" কারণ তিনি গত পাঁচ বৎসরে দুই বার এম. এল. সি. হইবার আশায় মুর্শিদাবাদ জেলায় যাহাদের সাহায্য ও আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এবার তাঁহার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চক্ষুলজ্জা জন্মাইবার চেষ্টা

করিবেন। যাঁহারা নির্ব্বাচনের বদলে নির্ব্বাসন লাভ করিবেন, তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন কোপাগ্নি নির্ব্বাপণ না হইয়া স্বদলে থাকিয়া দলের নির্ব্বাচিত গুণীর সম্বর্দ্ধনায় অহিতাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবেন।

স্বাধীনতা দিবসে

হ্যাংলা, বিজ্ঞাপন-ক্যাংলা কাগজওয়ালাদের মুখ পোড়ানোর ব্যবস্থা

লেখক লেখিকা মাত্রেই জানেন, যে কোনও প্রবন্ধ বা কবিতা এক কাগজে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইলে তাহা অন্য কাগজে পাঠানো নিয়ম-বিরুদ্ধ। সেইজন্য অনেক সম্পাদক অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাইবার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইবার নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন।

আমাদের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রকাশিত হইয়াছিল আমাদের উদরান্ন সংগ্রহের জন্য। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের নিলামের বিজ্ঞাপন (ইস্তাহার) ছাপিতে পাইবই হাইকোর্টের সার্কুলার অনুসারে, তাতেই কোনও রকমে দিনগত পাপক্ষয় হবেই। তখন "ধানটেক সোনার কাজ পাবার জন্য পালটেক সেকরা (স্বর্ণকার) জুটতো না।" ক্লাসে একটি ছেলে থাকলে, সে যেমন ফেল হলেও প্রত্যেকবার ফার্ষ্ট হয়, "জঙ্গিপুর সংবাদ" তাই ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই নিলামের বিজ্ঞাপন পাইতে কোন বিঘ্ন হয় নাই। বহরমপুরে পূজনীয় স্বর্গত বনওয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় জেলার সাব জজ কোর্টের, মুন্সেফী কোর্টের ইস্তাহার ছাপিতেন। তিনিই আমাদের পথ প্রদর্শক। যখন সৈদাবাদ যাইতাম, পায়ের ধূলো নিয়ে আশীর্ব্বাদ পাইতাম। সেদিন আর নাই, ক্রমে শুদ্ধমতি শুদ্ধিমত্তর বর্ণাশুদ্ধি প্রচালক বহু Editor (সম্পাদক)-সম্পাদিত বহু কাগজের আবির্ভাব হইল। আমরাই থাকিয়া গেলাম AID-EATER (সাহায্য ভোজী)। নিলামের ইস্তাহার ছাপা কাগজ বলিয়া আমাদের কাগজ যে নিম্নস্তরের তাহা উক্ত কাগজওয়ালারা কেহ কেহ বলিতে ছাড়েন না।

স্বাধীন বাংলায় **সোনার বাংলা** নাম দিয়া প্রচার বিভাগ হইতে সময়ে সময়ে "ষ্টিরিও ব্লক" আমরাও ছাপি, অন্য বে-ইস্তাহারীরাও ছাপেন। স্বাধীনতা দিবসে ছাপিবার জন্য ষ্টিরিও ব্লকের সঙ্গে আর দুখানা "হাফটোন ব্লক" ও একখানা অতিকষ্টে পাঠ উদ্ধার করা যায় এমন সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি পাইলাম। তাহাতে "ভৌমিক" উপাধিধারী জনৈক নামকরা লেখক লিখিয়াছেন, "এই সংগে আপনার পত্রিকার স্বাধীনতা সংখ্যায় প্রকাশের জন্য একটি বাংলা প্রবন্ধ ও ২টি ব্লক পাঠানো হইল।" ভাবিলাম এত বড় প্রবন্ধ আমাদের Liliputian 'লিলিপুটিয়ান' কাগজে ধরিবে না। কাজেই প্রকাশ করিলাম না। "ষ্টিরিও"খানাই ছাপিলাম।

মফঃস্বলের অধিকাংশ কাগজেই 'সোনার বাংলার' ষ্টিরিও ব্লক সহ সেই একই প্রবন্ধ বিধাতার নির্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

লঙ্কাদাহনের পর লেজের আগুন নিভাবার জন্য মা জানকী হনুমানকে মুখামৃত (থুথু) দিয়ে নিবাতে বলায় জলন্ত লেজের আগুনে হনুমানের মুখ পুড়িয়া যায়। মা জানকীর কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে হনুমান বলে—মা জানকী! স্বজাতির কাছে এ মুখ দেখাব কোন্ লজ্জায়? মা জানকী হনুকে অভয় দিয়ে বর দিলেন—তোমার স্বজাতিবর্গের সকলের মুখ পুড়িয়াছে দেখিবে। সরকারী প্রচারবিভাগ! জিন্দাবাদ! আজ অভিজাত মুখ-পত্র, মাথা-পত্র, জঙ্ঘা-পত্র সব পত্রই আমাদের ইস্তাহারীর মত মুখ পোড়াইলেন। জানেন—PET (পেট মানে প্রিয়)।

স্বাধীনতা দিবসে

গত ১৫ই অগাষ্ট সকাল ৭-৩০ মিঃ মহারাজা জে, এন, রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবস উপযুক্ত ভাবগাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতার সহিত প্রতিপালিত হয়। সভ্যগণের উপস্থিতিতে বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীঝড়ুলাল দাস মহাশয় সমবেত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

বিদায় অভিনন্দন

স্থানীয় সাবডিভিসনাল কন্‌ট্রোলার অফ ফুড শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু ঠাকুর মহাশয়ের বদলী হইয়া যাইবার প্রাক্কালে মহারাজা জে, এন, রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ গত ১৬ই অগাষ্ট সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ ক্লাব-ভবনে তাঁহাকে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন বক্তা শ্রীবসু ঠাকুরের বিভিন্ন সদ্‌গুণাবলীর আলোচনা করেন। শ্রীবসু ঠাকুরও তাহার যথোচিত উত্তর দান করেন। প্রকাশ থাকে যে শ্রীবসু ঠাকুর উক্ত ক্লাবের পরিচালক সমিতিরও সদস্য ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষের এবং এই জেলার প্রান্তীয় মহকুমা অফিসগুলির নোটিশ বোর্ডে (১) লালবাগ—আখেরিগঞ্জ রুট ও (২) দয়ারামপুর হইয়া লালগোলা—জঙ্গীপুর রুট এবং কুলি হইয়া কান্দি—ইন্দ্রানী রুট-এ বাস চালাইবার স্থায়ী অনুমতি লাভেচ্ছু ব্যক্তিদের সম্ভবপর সকল বিবরণসহ নামের তালিকা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ঐসব সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা নিম্নস্বাক্ষরকারী গ্রহণ করিবেন। পাবলিক কেরিয়ার পারমিট নূতন করিয়া নিবার জন্য এবং পাবলিক কেরিয়ার ও কনট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিট লাভের জন্য দরখাস্তকারীদের নামের এক তালিকাও মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষের এবং এই জেলার প্রান্তীয় মহকুমা অফিসগুলির নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে এই সম্পর্কিত কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা নিম্নস্বাক্ষরকারী গ্রহণ করিবেন। স্বাঃ পি, রায় চৌধুরি, সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত রুট-এ ষ্টেজ ক্যারেজের স্থায়ী পারমিটের জন্য অফিসে প্রাপ্তব্য ফর্মে ১৯৫৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে; রুট-এর নাম ও যে কয়টি পারমিট দেওয়া হইবে তাহার সংখ্যা পর পর উল্লিখিত হইল: (১) বেলডাঙ্গা ও আমতলা হইয়া বহরমপুর পাটিকাবাড়ি রুট—১; (২) বহরমপুর—জিয়াগঞ্জ রুট—১। (স্বাঃ) পি, সি, রায় চৌধুরী, সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ, মুর্শিদাবাদ।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত,